দশকুমারচরিত

দশকুমারচরিত গদ্যকাব্য যে মহাকবি দণ্ডীর রচনা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গ্রন্থের নাম থেকেই উপলব্ধ হয় যে, কাব্যটিতে দশজন কুমারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মগধের রাজা রাজহংস ও রাণী বসুমতী। পুষ্পপুরী তাঁদের রাজধানী। রাজা রাজহংসের তিন অমাত্য—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা। ধর্মপালের তিন পুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই পুত্র —সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব এবং সিতবর্মার দুই পুত্র —সুমতি ও সত্যবর্মা।

Scanned by CamScanner

মালবরাজ মানসার রাজহংসের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় মগধরাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মগধরাজ রাজহংস পরাজিত হয়ে সপার্ষদ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই রাজহংস ও বসুমতীদেবীর পুত্র রাজবাহনের জন্ম হয়। অন্য মন্ত্রী -অমাত্যগণের প্রত্যেকেরই একটি করে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। কুমার রাজবাহন অন্য মন্ত্রিপুত্রদের তথা মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুতের সাথে বড় হতে থাকেন।

মগধরাজ রাজহংসের ভাগ্যবিপর্যয়ের সময় মিত্র মিথিলারাজ প্রহারবর্মা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। সে সময় বিন্ধ্যপর্বতে শবর দস্যুদের আক্রমণে ধাত্রী সহ তাঁর দুই পুত্র উপহারবর্মা ও অপহারবর্মা রাজবাহনের সাথে মিলিত হন এবং রাণী বসুমতীর তত্ত্বাবধানে একই সাথে সকলে বড় হতে থাকেন।

অন্যদিকে রাজহংসের তিন মন্ত্রিপুত্র রত্নোদ্ভব, কামপাল ও সত্যবর্মার তিনপুত্র যথাক্রমে পুষ্পোদ্ভব, অর্থপাল ও সোমদত্ত নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মগধরাজপুত্র রাজবাহনের সাথে মিলিত হলেন।

রাজপুত্র রাজবাহন অন্য নয়জন বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হলেন। এমনসময় একদা মধ্যরাত্রে রাজবাহন মাতঙ্গ নামক কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যকল্পে পাতালপুরীতে গমন করেন। সেখানে মাতঙ্গের প্রেমিকা কালিন্দীর সাথে তাঁর মিলন ঘটিয়ে রাজবাহন ক্ষুৎপিপাসা নিবারক এক চূড়ামণি রত্ন লাভ করেন।

এদিকে অন্য বন্ধুগণ রাজবাহনকে দেখতে না পেয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। বিভিন্নদিকে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাত্রা করেন। রোমাঞ্চকর অভিযানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। কালক্রমে সকলে একে একে রাজবাহনের সাথে মিলিত হলেন। সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করেন। এভাবে দশজন কুমারের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্কলনই হলো দশকুমারচরিত।

অধুনা লব্ধ দশকুমারচরিত তিনভাগে বিভক্ত—পূর্বপীঠিকা, মূলভাগ ও উত্তর পীঠিকা। পূর্বপীঠিকা ভূমিকা অংশ। মূলভাগে রাজবাহন থেকে বিশ্রুত—আটজন কুমারের কাহিনী বর্ণিত। অষ্টম ভাগের বিশ্রুতের কাহিনী অসম্পূর্ণ। উত্তর পীঠিকার দুজন কুমারের কাহিনী ও উপসংহার বর্ণিত।

কেহ কেহ মনে করেন, দশকুমারচরিতের মূলভাগই কেবল দণ্ডীর রচনা। গ্রন্থটির অসংলগ্নতা পূরণে চক্রপাণি দীক্ষিত নামক কোন এক দাক্ষিণাত্যবাসী কবি পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা সংযোজন করে গ্রন্থটির পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন।

Scanned by CamScanner

দশকুমারের পরিচিতি

মগধরাজ রাজহংস এবং রাজমহিষী বসুমতী। পুষ্পপুরী মগধের রাজধানী। ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা —এই তিন মন্ত্রী বংশ পরম্পরায় মগধের রাজকার্যের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে ধর্মপালের তিনপুত্র—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই পুত্র—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। তেমনি সিতবর্মারও দুই পুত্র— সুমতি ও সত্যবর্মা। এই মন্ত্রিপুত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে সুমন্ত্র, সুমিত্র, সুশ্রুত ও সুমতি মগধের মন্ত্রীরূপে বৃত হন।

মালবরাজ মানসারের হাতে পরাজিত হয়ে মগধরাজ রাজহংস সপরিবার ও সপার্ষদ বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই রাজহংস ও বসুমতিদেবীর পুত্র রাজবাহনের জন্ম হয়। একই সাথে মন্ত্রীদেরও চারজন পুত্র হয়। তারা হলেন— সুমতির পুত্র প্রমতি, সুমন্ত্রের পুত্র **মিত্রগুপ্ত**, সুমিত্রের পুত্র—**মন্ত্রগুপ্ত** ও সুশ্রুতের পুত্র **বিশ্রুত**।

মালবরাজ মানসারের হাতে রাজহংস পরাজিত হলে, তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন মিথিলারাজ প্রহারবর্মা। বিন্ধ্যপর্বতে শবর দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে প্রহারবর্মার দুইপুত্র **উপহারবর্মা** ও **অপহারবর্মা** তাঁদের ধাত্রী সহ পরিবারের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরে তাঁরা ভাগ্যক্রমে রাজবাহনের সাথে পরিচিত হয়ে, এক সাথেই রাজহংসের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন।

পদ্মোদ্ভব রাজহংসের অন্যতম মন্ত্রী। তাঁর দুই পুত্র সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব। রত্নোদ্ভব বাণিজ্যনিপুণ। কালযবনদ্বীপে তিনি এক বণিককন্যাকে বিবাহ করেন। সমুদ্রপথে পত্নীকে নিয়ে দেশে ফেরার সময় জলযান ডুবে গেলে রত্নোদ্ভবের অন্তঃসত্ত্বা পত্নী দৈবক্রমে রক্ষা পান। এক অরণ্যে তিনি এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। সপুত্র রত্নোদ্ভবের পত্নী ঘটনাক্রমে রাজহংসের নিকট উপস্থিত হলে রাজহংস তাঁকে আশ্রয় দেন। এই রত্নোদ্ভবের পুত্রের নাম **পুষ্পোদ্ভব**।

মগধরাজমন্ত্রী ধর্মপালের পুত্র সত্যবর্মা। সত্যবর্মা কালী নামক এক ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু কালী ছিল বন্ধ্যা। তাই সত্যবর্মা কালীর ভগিনী গৌরীকে পুনরায় বিবাহ করেন। গৌরীর গর্ভে সত্যবর্মার একপুত্র জন্মায়। কিন্তু কালী ঈর্ষ্যাবশতঃ ধাত্রী সহ নবজাত পুত্রকে কাবেরীস্রোতে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে রক্ষা পেয়ে ধাত্রী পুত্রটিকে ঋষি বামদেবের শিষ্য সোমশর্মাকে প্রদান করেন। সোমশর্মা তখন বিন্ধ্যপর্বতে থাকতেন। তিনি পুত্রটিকে রাজহংসকে প্রদান করেন। তিনি হলেন রাজবাহনের মিত্র **সোমদত্ত**।

ধর্মপাল রাজহংসের অন্যতম মন্ত্রী। কামপাল তাঁর পুত্র। যক্ষঃকন্যা তারাবলী কামপালের পত্নী। যক্ষঃরাজ কুবেরের আদেশে তারাবলী তাঁর পুত্রকে মগধের ভাবী সম্রাট্ রাজহংসের নিকট রেখে আসেন। রাজহংস তাঁর নামকরণ করেন **অর্থপাল**।

Scanned by CamScanner

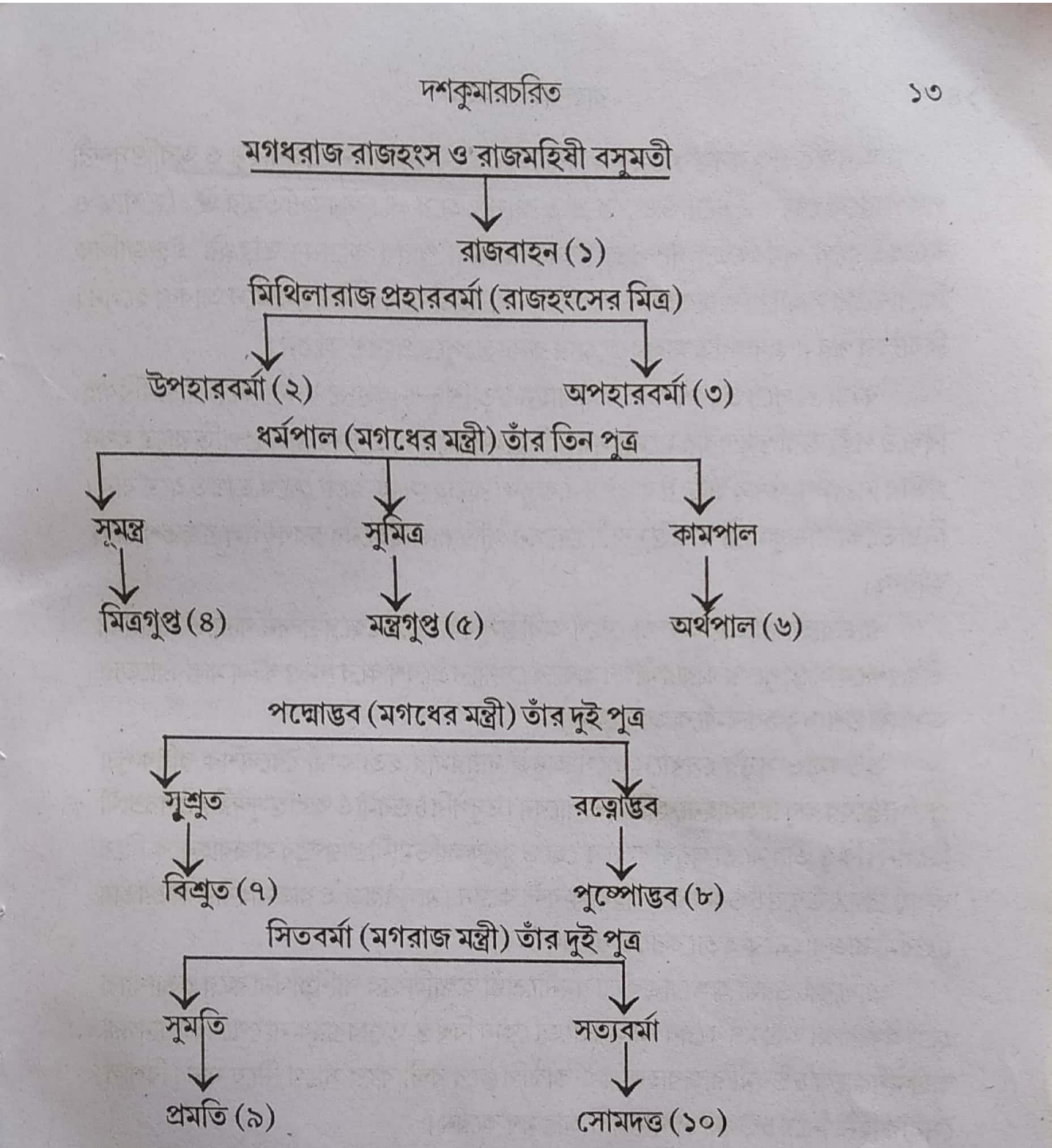

Scanned by CamScanner

৭। 'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্'—ব্যাখ্যা কর।

উঃ সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের 'ত্রয়ী'র অন্যতম প্রতিভাধর কবি হলেন মহাকবি দণ্ডী। 'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামক গদ্যকাব্যে মহাকবি দণ্ডীর ব্যক্তিজীবন কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি ভারবি ছিলেন দণ্ডীর প্রপিতামহ। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন যথাক্রমে বীরদত্ত ও গৌরীদেবী। দক্ষিণভারতে কাঞ্চী নগরীতে দণ্ডীর পিতৃপুরুষদের ভদ্রাসন ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি। দশকুমারচরিত, অবন্তিসুন্দরীকথা ও কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা বলে অনুমিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি দণ্ডী এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর কয়েকজন কবির কাব্যগুণের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে। শ্লোকটি হলো—

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্।
দণ্ডিনঃ (নৈষধে) পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।।

মহাকবি কালিদাস উপমা, মহাকবি ভারবি অর্থগৌরব, মহাকবি দণ্ডী ও শ্রীহর্ষ পদলালিত্য গুণের জন্য বিখ্যাত। আর উক্ত কাব্যগুণ তিনটির একত্রে সন্নিবেশ ঘটেছে মহাকবি মাঘের মধ্যে।

পদলালিত্য অর্থাৎ ললিত পদনিবন্ধন একটি কাব্যিক গুণ। পদলালিত্য ললিতপদবন্ধন। ললিতের ভাব বা ললিত গুণ বিশিষ্ট লালিত্য। পদলালিত্যের ব্যাখ্যায় লীলাবতী বলেছেন— *'সংক্ষিপ্তাক্ষর কোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্'*—সংক্ষিপ্ত দীর্ঘসমাস সন্ধিবিহীন সুন্দর পদরচনাই পদলালিত্য।

Scanned by CamScanner

মহাকবি দণ্ডী সন্ধি-সমাসের অতিশয় প্রয়োগে তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন নি। পরবর্ত্তী কবি সাহিত্যিকগণ দণ্ডীর কাব্যসাধনায় চিরাচরিত কাব্যশৈলী থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে তাঁকে বাল্মীকি ও ব্যাসের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন—

জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাহভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে দণ্ডী সরস্বতী ও শ্রুত নামক এক দম্পতির আশ্রয়ে লালিত পালিত ও বর্ধিত হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ মহাকবি দণ্ডী সংস্কৃত সাহিত্যের এক অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রতিভা। কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের কবি ভারবির হাত ধরে, কালিদাসোত্তর যুগে সূচিত হয় কৃত্রিম কাব্যের যুগ। সন্ধি-সমাসের আড়ষ্টতায়, দুরূহ শব্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে রচিত হতে থাকে কৃত্রিম কাব্য সমূহ। সাবলীলতার পরিবর্তে ব্যাখ্যাগম্যতাই শ্রেষ্ঠকাব্যের মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হতে থাকে। মহাকবি ভারবি, মাঘ, ভট্টি এবং পরবর্ত্তী কালের গদ্যকবি সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রমুখ তাঁদের রচনায় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি নিয়মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মহাকবি দণ্ডী সেই কৃত্রিমকাব্যযুগের প্রতিনিধি হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। রাজপ্রসাদের কেন্দ্রীকতাকে উপেক্ষা করে রাজপরিবারের পাশাপাশি অবহেলিত সমাজের দিকেও কবি সমান দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে তস্কর, জুয়াড়ী, ব্যভিচারী, নারীহরণকরী, ধূর্ত, জাদুকর প্রভৃতি চরিত্র উপযুক্ত মর্যাদায় ওঠে এসেছে দণ্ডীর রচনায়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে রেখেই দণ্ডী তাঁর রচনায় কৃত্রিম কাব্য রচনার সমকালীন ভাবনা চিন্তার পরিবর্তে সহজবোধ্য সাবলীল কাব্যরীতিকেই অবলম্বন করেছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে ওজোগুণ সম্পন্ন সমাস বাহুল্য রচনাকেই গদ্যের প্রাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে— *'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্'* (কাব্যাদর্শ. ১।৮০)। তথাপি দণ্ডী তাঁর কাব্যে ওজঃ গুণকে গ্রহণ করলেও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ বর্জন করেছেন। প্রায় সমকালীন অপর গদ্যকবি সুবন্ধু ও বাণভট্ট তাঁদের রচনায় দীর্ঘ সন্ধিও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করলেও দণ্ডী তাঁর রচনায় ললিতপদবন্ধনকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছেন। দশকুমারচরিতের রাজবাহনচরিতেও দণ্ডীর পদলালিত্যপূর্ণ রচনার প্রভূত উদাহরণ বিদ্যমান। গান্ধর্ববিবাহ বিষয়ে পত্নী অবন্তিসুন্দরীর মনের সংশয় দূর করার লক্ষ্যে রাজবাহন তাঁর কাছে চতুর্দশ ভুবনবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে

Scanned by CamScanner

সংশয়মুক্ত হয়ে অবন্তিসুন্দরী বলেন— *'দয়িত! ত্বৎ প্রসাদাদদ্য চরিতাতার্থা মে শ্রোত্রবৃত্তিঃ। অদ্য মে মনসি তমোপহস্ত্বয়া দত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ। পক্কমিদানীং ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যা ফলম্'*। সুরতমঞ্জরী রাজবাহনকে নিজের অভিশপ্ত জীবনের বর্ণনা দিয়ে বলেন— *'অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ। তচ্চ মাসদ্বয়ং তব পারতন্ত্র্যম্। প্রসীদ ইদানীং কিং তব করণীয়ম্'*।

উপযুক্ত শব্দ চয়ন পদলালিত্যের অন্যতম শর্ত। মহাকবি দণ্ডীর শব্দচয়নকুশলতা অপূর্ব। শব্দ ও অর্থের আশ্চর্য মণি-কাঞ্চন যোগ লক্ষ্য করা যায় দণ্ডীর রচনায়। আকর্ণবিস্তৃত স্নিগ্ধনয়নের বর্ণনায় কবি বলেন— *'কর্ণচুম্বিদুগ্ধধবলস্নিগ্ধনীললোচন'*। একই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদের ব্যবহার দণ্ডীর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'সমূহ' অর্থে কবি জাতম্, নিচয় প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগে দণ্ডী আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার কবি যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করেছেন। এসব অলঙ্কারের প্রয়োগে বর্ণনীয় বিষয় অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। দশকুমারচরিতের পাঠ্যাংশ রাজবাহনচরিতে নববধূ অবন্তিসুন্দরী পতি রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত দেখে কাতর ক্রন্দনে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা। নায়িকা অবন্তিসুন্দরীর করুণ অবস্থার বর্ণনা কবি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রয়োগে বলেন— *'যেন চ তৎ সকলং কন্যান্তঃপুরম্ অগ্নিপরীতমিব পিশাচোপহতমিব বেপমানমং ..... কপোলতলম্ আকুলী বভূব'*। এই উৎপ্রেক্ষা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। অঙ্গারাজ সিংহবর্মার পরাক্রমের বর্ণনায় উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করে কবি বলেন— *'চম্পেশ্বরোঽপি সিংহবর্মা সিংহ ইব অসহ্যবিক্রমঃ'*। রজতশৃঙ্খলে বদ্ধপদ রাজবাহনকে উপমিত করে দণ্ডী বলেছেন— *'অথ তস্য রাজকুমারস্য কমলমৃঢ়শশিকিরণরজ্জুদাম নিগৃহীতমিব.....'*।

দণ্ডীর সহজ-সাবলীল গদ্য রীতির প্রশংসা করে পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচক Winternitz বলেন "In respect of language Dandin shows himself as a master of the kavyastyle overludened with establishment that of course alternate with simple language of the plain narrator".

দশকুমারচরিত ছাড়াও অবন্তিসুন্দরীকথা, কাব্যাদর্শ ও ছন্দোবিচিত নামক অলঙ্কারগ্রন্থও দণ্ডীর রচনা বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি দণ্ডীর কবিখ্যাতি বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছিল। দণ্ডীর সদর্থক সমালোচকগণ তাই বলেন— 'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ'।

Scanned by CamScanner